

# যুল হজ্জের দশ দিন

আল্লাহ আয্যা অজাল্ল যুলহজ্জের প্রথম দশ দিনকে অন্যান্য দিনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন। “এই দশ দিনের মধ্যে কৃত নেক আমলের চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় আর কোন আমল নেই।” (সাহাবাগণ) বললেন, ‘আল্লাহর পথে জিহাদও নয় কি?’ তিনি বললেন, “আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে এমন কোন ব্যক্তি (এর আমল) যে নিজের জান-মাল সহ বের হয় এবং তারপর কিছুও সঙ্গে নিয়ে আর ফিরে আসে না। (বুখারী, আবু দাউদ)

এই দিনগুলিতে তকবীর পাঠ করা সুন্নত :-

‘আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অল্লা-হু আকবার, আল্লাহু আকবার, অলিল্লা-হিল হাম্দ।

দুঃখের বিষয় যে, তকবীর এ যুগে প্রত্যাখ্যাত সুন্নতের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে। বিশেষ করে প্রথম দশ দিনে তো অল্প কিছু মানুষ ব্যতীত আর কারো নিকট হতে তকবীর শুনাই যায় না। তাই উচ্চস্বরে তকবীর পড়া উচিত; যাতে সুন্নাহ জীবিত হয় এবং উদাসীনদের মনে সতর্কতা আসে।

পক্ষান্তরে এ কথা প্রমাণিত যে, ইবনে উমার رضي الله عنه এবং আবু হুরাইরা رضي الله عنه এই দশ দিন বাজারে বের হতেন এবং (উচ্চস্বরে) তকবীর পড়তেন। আর লোকেরাও তাঁদের তকবীরের সাথে তকবীর পাঠ করত। (বুখারী)

এই দিনগুলিতে রোযা রাখা সুন্নত :-

প্রিয় নবী ﷺ ও এই নয় দিনে রোযা পালন করতেন। তাঁর পত্নী (হযরত হাফসাহ রাঃ) বলেন, “নবী ﷺ যুল হজ্জের নয় দিন, আশুরার দিন এবং প্রত্যেক মাসের তিন দিন; মাসের প্রথম সোমবার এবং দুই বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।” (সহীহ আবু দাউদ ২ ১২৯নং, নাসাঈ)

যুলহজ্জ মাসের ৯ তারীখ আরাফার দিন রোযা রাখা (অহাজীদের জন্য) সুন্নত। এই রোযা রাখার ফলে ২ বছরের গোনাহ মাফ হয়ে যায় :-

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আরাফার দিন রোযা অতীত এক বছর ও আগামী এক বছরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে।” (মুসলিম ১৬৬২নং)

দাওয়াত অফিস, আল-মাজমাআহ

ফোন নং- ০৬/৪৩২৩৯৪৯